# খ্রীস্টীয় কুসংস্কার

## ১ম শমূয়েল ৪ অধ্যায় ১-২২ পদ

আজ আমরা নিজেদের কয়েকটি প্রশ্ন করে প্রভুর বাক্যের তর্জমা শুনব। প্রশ্নগুলি হল, আমরা কেন ঈশ্বরকে ভালোবাসি? আমরা কেন তাঁর সেবা বা আরাধনা করি? কিম্বা আমরা কেন তাঁর কাছে প্রার্থনা করি? এখন যদি আমাদের মধ্যে এমন ধারণা কাজ করে থাকে যে, ঈশ্বরকে ভালোবাসলে, তাঁর সেবা করলে বা তাঁর কাছে প্রার্থনা করলে, তিনি আমাদের আশীর্বাদ করে থাকেন; তাহলে বুঝতে হবে, আমরা আশীর্বাদ পাবার উপায় হিসাবে ঈশ্বরকে ব্যবহার করছি মাত্র। আর তাহেল, পৃথিবীর আর পাঁচটা ধর্মের সঙ্গে খ্রীস্টধর্মের কোনও পার্থক্য থাকবে না। আমরা যখন আশীর্বাদ পাবার উপায় হিসাবে ঈশ্বরকে ব্যবহার করে থাকি, তখন তার অর্থ আমরা নিজেদের ইচ্ছা চরিতার্থ করতে ঈশ্বরকে কাজে লাগাচ্ছি *(manipulate)*। এখন, তা খ্রীস্টধর্ম ব্যতীত অন্যান্য ধর্মে সম্ভব; কারণ সেখানে মানুষ তার জ্ঞান, বুদ্ধি বা দর্শন দিয়ে তার ঈশ্বরকে আকার দিয়েছে। কিন্তু প্রকৃত খ্রীস্টধর্ম আমাদের শিক্ষা যে মানুষ ঈশ্বরকে আকার দেয়নি, ঈশ্বরই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। তাই, মানুষের পক্ষে ঈশ্বরকে নিজের প্রয়োজনে কাজে লাগানো সম্ভব নয়; ঈশ্বরের উপরে মানুষের নিয়ন্ত্রণসাধন সম্ভব নয়। তাই, খ্রীস্টবিশ্বাসী আমরা ঈশ্বরকে ভালোবাসি, কারণ তিনিই আমাদের প্রথমে ভালোবেসেছেন; আমরা তাঁর সেবা ও আরাধনা করি, কারণ কেবল তিনিই আমাদের সমস্ত সেবা ও আরাধনা পাবার যোগ্য (প্রকা. ৫:১২)।

কিন্তু বিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও আমরা অনেক সময় অবিশ্বাসীদের ন্যায় একই আচরণ করে থাকি: আমরা ঈশ্বরের উপর নিয়ন্ত্রণ চালাতে চাই, তাঁকে নিজেদের প্রয়োজনে কাজে লাগাতে চাই। আর তারই ফলস্বরূপ আমরা অবিশ্বাসীদের অনুকরণে বিভিন্ন ধর্মীয় কুসংস্কারের আশ্রয় নিয়ে থাকি। আজ আমরা যে অংশ পাঠ করেছি, সেখানে আমরা ঈশ্বরের মনোনীত জাতি ইস্রায়েলকে সেই একই ভুল করতে দেখতে পাচ্ছি।

**ক) নিয়ম-সিন্দুক সম্বন্ধে কুসংস্কার (১-৪ পদ):** ১ পদে বলা হয়েছে, ***"পরে ইস্রায়েল যুদ্ধার্থে পলেষ্টীয়দের বিপরীতে বের হয়ে এবন-এষরে শিবির স্থাপন করল, এবং পলেষ্টীয়রা অফেকে শিবির স্থাপন করল।"*** বিচারকর্তৃগণ পুস্তক থেকে আমরা দেখতে পাই যে, পলেষ্টীয়দের সঙ্গে ইস্রায়েলীয়দের প্রায়ই যুদ্ধ লেগে থাকত (বিচার ৩:১-৩; ১০:৬-১১; ১৩-১৬ অধ্যায়)। এখানে এমনই একটি যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে। আর ২ পদানুসারে, এই যুদ্ধে ইস্রায়েলীয়রা পরাজিত হয় এবং তাদের প্রায় চার হাজার লোক নিহত হয়। এইভাবে পলেষ্টীয়দের হাতে পরাজিত হবার পর তাদের পরাজয়ের কারণ খুঁজতে গিয়ে তাদের প্রাচীনরা প্রশ্ন করেছে, ***"সদাপ্রভু আজ পলেষ্টীয়দের সামনে আমাদের কেন আঘাত করলেন?"*** (৩ পদ)। ২ অধ্যায়ে আমরা ইতিমধ্যে দেখেছি, তারা সকলে কীভাবে ঈশ্বর আরাধনা থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রেখেছিল, এবং তারা কীভাবে সদাপ্রভুর নৈবেদ্য অবজ্ঞা করত (২:১৭)। তথাপি তারা আশা করেছে যে, পলেষ্টীয়দের সঙ্গে যুদ্ধের সময় ঈশ্বর তাদের সাহায্য করতে বাধ্য। তাই তারা তাদের মধ্যে ঈশ্বরের উপস্থিতিকে প্রশ্ন করেছে এবং তাদের মধ্যে ঈশ্বরের উপস্থিতিকে নিশ্চিত করতে তারা তাদের মাথা খাটিয়েছে।

বিশ্বাসী আমরা যখন বিভিন্ন পরীক্ষা, তাড়না বা সমস্যার মধ্যে পড়ি, তখন অনেক সময় আমরা মনে মনে এমন প্রশ্ন করে থাকি, ***"ঈশ্বর, তুমি কোথায়?"*** অবশ্য, যদিও আমরা এমন প্রশ্ন করে থাকি, তথাপি মনে মনে এ কথা ভালো করে জানি যে, তিনি যে মারা গেছেন বা তিনি যে আমাদের বিষয় কোনও চিন্তা করেন না, এমন নয়। কিন্তু যে অর্থে আমরা সাধারণতঃ এমন প্রশ্ন করে থাকি, তা হল, তিনি কেন এখনও আমাদেরকে সেই সমস্ত পরীক্ষা, তাড়না বা সমস্যা থেকে উদ্ধার করেননি? তাই, যখন প্রভুর উদ্দেশে জীবন-যাপন করতে আগ্রহী খ্রীস্টবিশ্বাসীরা যখন এমন প্রশ্ন করে, তখন তা আমরা সহজেই উপলব্ধি করতে পারি।

কিন্তু, যারা তাদের বাস্তব জীবন-যাপনে ঈশ্বরকে সম্পূর্ণভাবে দূরে সরিয়ে রেখেছে, তাঁর জন্য জীবন-যাপন করতে তাদের বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নেই, তারা যখন বিভিন্ন সমস্যায় পড়ে এবং প্রশ্ন করে ***"ঈশ্বর, তুমি কোথায়?,"*** তখন তা উপলব্ধি করা খুবই কঠিন। তারা তাদের জীবন কেবল তাদের নিজেদের ইচ্ছা পূর্ণ করতে যাপন করেছে, তথাপি তারা তাদের সমস্যার মধ্যে ঈশ্বরের উপস্থিতিকে বা তাঁর সাহায্যকে প্রশ্ন করে থাকে। ১ম শমূয়েল ৪ অধ্যায়ে আমরা ইস্রায়েলীয়দের মধ্যে ঠিক এমনই মনোভাবকে



অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

দেখতে পাচ্ছি। তারা ঈশ্বরকে কেবল তাদের প্রয়োজন-পূর্ণকারী হিসাবে চিন্তা করছে। তারা যদিও ঈশ্বরের বিরুদ্ধাচারণ করেছে, তথাপি তারা আশা করেছে যে, ঈশ্বর তাদের প্রয়োজনে সাড়া দেবেন। তারা মনে করেছে, তাদের যখন প্রয়োজন হবে, তখন ঈশ্বর তাদের জন্য সেখানে উপস্থিত থাকতে বাধ্য হবেন। কিন্তু তা ছাড়া, তাদের জীবনে ঈশ্বরের কোনও প্রয়োজন নেই। অর্থাৎ, তাদের এই মনোভাবের দ্বারা একথা স্পষ্ট যে, তারা ভেবেছে যে, তারা ঈশ্বরকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে, তাঁর ক্ষমতাকে নিজেদের প্রয়োজন মতো ব্যবহার করতে পারে। আজ আমরা নিজেদের প্রশ্ন করব, আমরাও কি ইস্রায়েলীয়দের মতো এই একই মনোভাবের অধিকারী?

এখন, যদিও তারা উপলব্ধি করেছিল যে, তাদের পরাজয়ের পেছনে ঈশ্বরের সিদ্ধান্তই কাজ করেছে; কিন্তু তারা নিজেদের মনোভাব, আচরণ বা পরিকল্পনা সম্বন্ধে প্রশ্ন করতে ব্যর্থ হয়েছিল। পরাজয়ের পর কোনও উপবাস প্রার্থনা বা ঈশ্বরের ইচ্ছা জানার বিন্দুমাত্র চেষ্টা তারা করেনি। লেবীয় ২৬:৩, ৭-৮ পদে যে ঈশ্বর তাদের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছেন যে, তারা যদি তাঁর বিধিপথে চলে ও তাঁর আজ্ঞাসকল পালন করে, তিনি তাদের শত্রুদের পরাজিত করবেন, সেই ঈশ্বর কেন তাদের এই পরাজয়কে অনুমোদন করলেন, তার উত্তর পেতে তারা আত্মসমীক্ষা করতে ভুলে গেছে। যিশাইয় ৫৯:১-২ পদে বলা হয়েছে, *"দেখ, সদাপ্রভুর হাত এমন খাট নয় যে, তিনি পরিত্রাণ করতে পারেন না; তাঁর কান এমন ভারী নয় যে, তিনি শুনতে পান না; কিন্তু তোমাদের আপরাধ সকল তোমাদের ঈশ্বরের সঙ্গে তোমাদের বিচ্ছেদ জন্মিয়েছে, তোমাদের পাপ সকল তোমাদের থেকে তাঁর শ্রীমুখ আচ্ছাদন করেছে, এই জন্য তিনি শোনেন না।"* হ্যাঁ, আত্মসমীক্ষার পরিবর্তে তারা যুদ্ধক্ষেত্রে ঈশ্বরের নিয়ম-সিন্দুকের অনুপস্থিতিকেই তাদের পরাজয়ের কারণ হিসাবে চিহ্নিত করেছে। তাই তারা ঠিক করল, *"এস, আমরা শীলো থেকে আমাদের কাছে সদাপ্রভুর নিয়ম-সিন্দুক আনাই, যেন তা আমাদের মধ্যে এসে শত্রুদের হাত থেকে আমাদের নিস্তার করে"* (৩খ পদ)। অর্থাৎ, তাদের মাঝে ঈশ্বরের উপস্থিতির পার্থিব প্রতীক হিসাবে নিয়ম-সিন্দুককে শীলো থেকে আনতে হবে। এর অর্থ, তারা ঈশ্বরের বিধিপথে চলুক বা না-চলুক, তাঁর আজ্ঞাসকল পালন করুক বা না-করুক, তাতে কিছু আসে যায় না; কিন্তু যে বিষয়টির প্রয়োজন সবথেকে বেশি, তা হল, যুদ্ধক্ষেত্রে সদাপ্রভুর নিয়ম-সিন্দুকের উপস্থিতি। তাদের চিন্তায়, তাদের মধ্যে নিয়ম-সিন্দুকের উপস্থিতি হল, ঈশ্বরের উপস্থিতি ও তাঁর দেওয়া জয়ের গ্যারান্টি। এর থেকে বড় কুসংস্কার আর কী হতে পারে? নিয়ম সিন্দুককে তারা আলাদিনের প্রদীপ হিসাবে চিন্তা করেছে। প্রদীপ ঘসার ন্যায়, যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়ম-সিন্দুক আনয়ন করলেই তারা তাদের নিজেদের ইচ্ছানুসারে ঈশ্বরের উপর নিয়ন্ত্রণ চালিয়ে জয় পাবে বলে, তারা আশা করেছে। তাদের অবিশ্বাস ও অবাধ্যতা যদিও ঈশ্বরকে তাদের কাছ থেকে দূরবর্তী করেছে, কিন্তু তারা ভেবেছে যে, নিয়ম-সিন্দুক আনয়ন করে তারা ঈশ্বরকে তাদের মধ্যে জোর করে অবস্থান করতে বাধ্য করবে।

তারা উপলব্ধি করেছিল যে, ঈশ্বর তাদের সঙ্গে নেই, তাই এই পরাজয়। এখন সেই উপলব্ধির ফলস্বরূপ তাদের উচিৎ ছিল আত্মসমীক্ষার মাধ্যমে অনুতাপের দ্বারা প্রভুর কাছে ফিরে আসা। কিন্তু সেই সঙ্কীর্ণ-কঠিন পথের থেকে চওড়া-সহজ পথ হল তাদের মাঝে ঈশ্বরের উপস্থিতিকে নিশ্চিত করতে, তথা ঈশ্বরের ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রিত করতে শীলো থেকে ঈশ্বরের নিয়ম-সিন্দুক নিয়ে আসা। ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্কহীনতার ফলস্বরূপ – নিয়ম-সিন্দুকের উপস্থিতি যুদ্ধে তাদের জয় এনে দেবে– এই কুসংস্কারে বিশ্বাস করতে তাদের বাধ্য করেছিল। একইভাবে, আমরাও যখন চওড়া-সহজ পথের সন্ধান করি, তখন জগতের অনুকরণে বিভিন্ন কুসংস্কারের আশ্রয় নিয়ে থাকি।

এখন, ঈস্রায়েলের প্রাচীনরা যখন এমন হীনবুদ্ধিতার পরিচয় দিয়েছে, তখন ঈশ্বরের মহাযাজক হিসাবে এলি বা তার পুত্রদের দায়িত্ব ছিল তাদেরকে সেই মূর্খতার কাজ থেকে ফেরানো। কিন্তু তা করার জন্য যে দায়িত্বশীল জীবনের প্রয়োজন, তা এলির ছেলেদের মধ্যে ছিল না, তার বর্ণনা আমরা ২ অধ্যায়ে দেখেছি। আর তাই, এলির দুই পুত্র হফ্‌নি ও পীনহসের নেতৃত্বে ঈশ্বরের নিয়ম-সিন্দুক শীলো থেকে যুদ্ধক্ষেত্রে আনা হল। তাদের আগমনকে আমরা নিয়ম-সিন্দুকের অভিভাবক হয়ে আসা ও সঙ্গে সঙ্গে তাদের পারিশ্রমিক আশা করার কথা সহজেই চিন্তা করতে পারি।

এখন, প্রাচীন ইস্রায়েলের মধ্যেই যে কেবল এমন কুসংস্কার প্রচলিত ছিল, তা নয়। খ্রীস্টীয় মণ্ডলীর দীর্ঘ ইতিহাসে আমরা এমন অনেক কুসংস্কারের উপস্থিতিকে বারংবার দেখেছি। তাই, ষোড়ষ শতকের মণ্ডলী-সংস্কারকরা সেই সমস্ত পবিত্র-বস্তু, ছবি এবং প্রতীকের ভুল ব্যবহারের


অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন। আজ আমরা যেন আমাদের মণ্ডলীতে বিভিন্ন খ্রীস্টীয় প্রতীককে সঠিক অর্থে ব্যবহার করি, তাদের কুসংস্কারমূলক ব্যবহার থেকে দূরে থাকি। আরাধনা বা প্রার্থনার ভঙ্গিমা (নতজানু হয়ে, দাঁড়িয়ে, বা হাত তুলে), বা বাইবেল পাঠের পদ্ধতি, বা গানের সময় বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার, বা প্রভুর ভোজের পদ্ধতি, প্রভৃতি বিষয়ে সতর্কতার সঙ্গে অংশগ্রহণ করি। এগুলিকে যেন আমরা আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতিতে গ্যারান্টি বা ঈশ্বরের আশীর্বাদ লাভের উপায় হিসাবে চিন্তা না করি। কিন্তু খুবই দুঃখের বিষয় যে, আজও খ্রীস্টবিশ্বাসী আমাদের মধ্যে বিভিন্ন চিহ্ন বা প্রতীককে কেন্দ্র করে বিভিন্ন কুসংস্কার চালু আছে। উদাহরণস্বরূপ, ক্রুশের ব্যবহার, গত বছরের পামসাণ্ডের খেজুর পাতার ছাই-এর ব্যবহার, বালিশের নিচে বাইবেল রেখে ঘুমানো, বাইবেলের পাতা ছিঁড়ে মাদুলি করে পরিধান, মোমবাতি বা ধূপের ব্যবহার, ইত্যাদি।

**খ) নিয়ম-সিন্দুক সম্বন্ধে কুসংস্কারের পরিণতি (৫-১১ পদ):** যখন কুসংস্কার আমাদের উপর চেপে বসে, তখন আমরা তার মধ্যে মিথ্যা নিশ্চয়তা লাভ করে থাকি। নিয়ম-সিন্দুকের উপস্থিতির মাধ্যমে যুদ্ধে জয়লাভ – এই কুসংস্কার ইস্রায়েলীয়দের মনে এমনভাবে চেপে বসেছিল যে, শিবিরে মধ্যে যখন নিয়ম-সিন্দুক আনা হয়েছিল, তখন তারা এমন চীৎকার করেছিল যে, যেন তারা ইতিমধ্যে যুদ্ধে জয় পেয়ে গেছে। তাই, ৫ পদে বলা হয়েছে, *"পরে সদাপ্রভুর নিয়ম-সিন্দুক শিবিরে উপস্থিত হলে সমস্ত ইস্রায়েল এমন মহাসিংহনাদ করে উঠল যে, পৃথিবী কাঁপতে লাগল।"* আমাদের মনে রাখতে হবে যে, ধর্মীয় (উত্তেজনা) উন্মাদনা কখনও ঈশ্বরের আজ্ঞাপালন বা তাঁর সান্নিধ্যে জীবন-যাপনের বিকল্প হতে পারে না। আমরা যত খুশি চীৎকার করতে পারি, কিন্তু আমাদের হৃদয় যদি ঈশ্বরের প্রতি না থাকে, সেই চীৎকারে কোনও লাভ হবে না।

এখন, তাদের সেই চীৎকার পলেষ্টীয়দের শিবির পর্যন্ত পৌঁছেছিল। তাই, তারা সেই চীৎকারের কারণ জানতে চেয়েছিল। সেই চীৎকারের কারণ হিসাবে তারা যখন জানতে পারল যে, ইস্রায়েলীয়দের শিবিরে ঈশ্বরের নিয়ম-সিন্দুক আনা হয়েছে, তখন কুসংস্কারে বিশ্বাসী সেই সমস্ত পলেষ্টীয় প্রথমে ভয় পেয়েছিল। ৭-৮ পদে বলা হয়েছে, *"তখন পলেষ্টীয়রা ভয় পেয়ে বলল, শিবিরে ঈশ্বর এসেছেন। আরও বলল, হায়, হায়, এর আগে তো কখনও এমন হয়নি। হায়, হায়, এই পরাক্রমী দেবদের হাত থেকে আমাদের কে উদ্ধার করবে? এরা সেই দেবতা, যাঁরা প্রান্তরে সর্বপ্রকার আঘাতে মিস্রিয়দের বধ করেছিল।"* বিভিন্ন কুসংস্কারে বিশ্বাসী পলেষ্টীয়দের পক্ষে এমন আচরণ সহজেই অনুমেয়। কিন্তু সেই ভয়ে তারা জড়সড় হয়ে পড়েনি, বা আত্মসমর্পণও করেনি; পরিবর্তে তারা বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করতে অনুপ্রাণিত হয়েছে। তাই তারা একে অন্যকে এমন কথা বলেছে: *"হে পলেষ্টীয়েরা, বলবান হও, পুরুষত্ব দেখাও; ঐ ইবীয়রা যেমন তোমাদের দাস হল, তেমন তোমরা যেন তাদের দাস না হও; পুরুষত্ব দেখাও, যুদ্ধ কর।"* হ্যাঁ, নিয়ম-সিন্দুকের আনয়নে একদিকে, ইস্রায়েলীয়রা যখন **আত্মতুষ্টিতে** ভুগেছে, তখন পলেষ্টীয়রা **মরিয়া হয়ে বা বেপরোয়া হয়ে যুদ্ধ করেছে**। মনে রাখতে হবে, মিথ্যা ধর্ম কখনও বেশিদিন মানুষদের বোকা বানিয়ে রাখতে পারে না, সময় আসে যখন সেই মিথ্যা তাদের চোখে ধরা পড়ে ও তারা তার কর্তৃত্ব থেকে বেরিয়ে আসে।

পরিণাম সহজেই অনুমেয়: *"তখন পলেষ্টীয়রা যুদ্ধ করল, আর ইস্রায়েলীয়রা আহত হয়ে প্রত্যেক জন নিজের নিজের তাম্বুতে পালিয়ে গেল"* (১০ক পদ)। সেদিন পলেষ্টীয়রাই কেবল যুদ্ধ করেছিল, ইস্রায়েলীয়রা যুদ্ধ দেখেছিল। আর এইভাবে, ইস্রায়েলীয়দের মনে চেপে বসা কুসংস্কার সেদিন যুদ্ধে পরাজিত হতে তাদের বাধ্য করেছিল। যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়ম-সিন্দুকের উপস্থিতি সত্ত্বেও সেদিন ইস্রায়েলের মহাবিপর্যয় ঘটে, তিরিশ হাজার সৈন্যের সঙ্গে মহাযাজক এলির দুই পুত্র হফ্‌নি ও পীনহস মারা যায়। এমন কি ঈশ্বরের নিয়ম-সিন্দুক, যার প্রতি ইস্রায়েল আস্থা রেখেছিল এবং যাকে দেখে পলেষ্টীয়রা ভয় পেয়েছিল, তা-ও শত্রুদের হস্তগত হয় (১১ পদ)। এখন, নিয়ম-সিন্দুক যেহেতু ঈশ্বরের পার্থিব উপস্থিতির প্রতীক ছিল, আর সেই নিয়ম-সিন্দুক যদি পলেষ্টীয়দের হস্তগত হয়ে থাকে, তার মানে কি পলেষ্টীয়দের দেব-দেবীদের ক্ষমতা ইস্রায়েলের ঈশ্বরের থেকে বেশি? না, তা সত্য নয়। কারণ পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা দাগোন দেবের উপর ঈশ্বরের ক্ষমতাকে দেখতে পাব। ঈশ্বর তাঁর আপন পরিকল্পনায় ইস্রায়েলীয়দেরকে পলেষ্টীয়দের হাতে পরাজিত করেছিলেন এবং নিজের নিয়ম-সিন্দুককে পরজাতিয়দের হাতে সমর্পিত হতে দিয়েছিলেন; কারণ ইস্রায়েল সেদিন ঈশ্বরে আস্থা না রেখে ঈশ্বরের উপস্থিতির পার্থিব প্রতীক, তথা নিয়ম-সিন্দুকে আস্থা রেখেছিল; তারা কুসংস্কারে বিশ্বাস


অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

করেছিল। তাদের কুসংস্কার তথা অন্ধবিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত করতেই ঈশ্বর সেদিন এই পরাজয়কে অনুমতি দিয়েছিলেন।

এর থেকে পরিষ্কার যে, ইস্রায়েলীয়রা ভুল বিষয়ে আস্থা রেখেছিল, কিম্বা পলেষ্টীয়রা ভুল বিষয়ে ভয় পেয়েছিল। ইস্রায়েলের মধ্যে নিয়ম-সিন্দুকের উপস্থিতি হল তাদের মধ্যে সেই ঈশ্বরের উপস্থিতির প্রতীক, যিনি নিজে চুক্তির ঈশ্বর এবং যিনি চান ইস্রায়েল যেন সেই চুক্তি মেনে জীবন-যাপন করে। ইস্রায়েল সেই সত্য ভুলে গেছে, চুক্তি না-মেনে তারা চুক্তির সুবিধা ভোগ করতে চায়; আর তাই তারা এমন বক্র পথকে মনোনীত করেছে। একে আমরা ইস্রায়েলের মধ্যে ত্বকচ্ছেদ সম্বন্ধে ভুল ধারণার সঙ্গে তুলনা করতে পারি। ঈশ্বর প্রথমে অব্রাহাম ও তার বংশধরদের সঙ্গে চুক্তিসাধন করে বলেছিলেন, ''আমি তোমার ঈশ্বর ও তোমার ভাবি বংশের ঈশ্বর হব" (আদি ১৭:৭); এবং তারপর তিনি তাকে ও তার ভাবি বংশকে সেই চুক্তির চিহ্ন হিসাবে ত্বকচ্ছেদ দিয়েছিলেন (আদি ১৭:১০)। কিন্তু ইস্রায়েল ভেবেছিল চুক্তির চিহ্ন, তথা ত্বকচ্ছেদই হল ঈশ্বরের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের গ্যারান্টি। ঈশ্বরকে ঈশ্বর হিসাবে স্বীকার না-করেও, কেবল ত্বকচ্ছেদ চিহ্নের অধিকারী হবার কারণে, তারা ঈশ্বরের প্রজার অধিকার ভোগ করার স্বপ্ন দেখেছে। এও এক প্রকারের কুসংস্কার।

এইভাবে সত্য উপলব্ধিতে ব্যর্থ ইস্রায়েল তাদের চারপাশের পরজাতিদের মতো ভেবেছে যে, তারা তাদের আচরণের দ্বারা ঈশ্বরকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে। তাই, ঈশ্বরে আস্থা রাখার পরিবর্তে তারা ঈশ্বরের নিয়ম-সিন্দুকের উপস্থিতিতে আস্থা রেখেছিল। তাদের মতো খ্রীস্টবিশ্বাসী আমাদের মধ্যেও একটি ভুল ধারণা খুব বেশি প্রচলিত আছে, আর তা হল, যদি পরিণাম বা শেষ ভালো হয়, তাহলে ঈশ্বর সেই পরিণাম আনয়ন করতে স্বতঃস্ফুর্তভাবে কাজ করে থাকেন। কিন্তু এই ভুল ধারণার বিরুদ্ধে এই অধ্যায় এবং ২শমূয়েল ৬ অধ্যায় আমাদের সতর্ক করে থাকে। আমরা যেন যিশাইয় ৫৫:৮ পদ স্মরণে রাখি: ***"আমার সঙ্কল্প সকল ও তোমাদের সঙ্কল্প সকল এক নয়, এবং তোমাদের পথ সকল ও আমার পথ সকল এক নয়।''***

আজ এই শাস্ত্রাংশ পরিষ্কারভাবে আমাদের কাছে যে সত্য তুলে ধরে, তা হল, মানুষ আমরা কখনও ঈশ্বরের কাজের উপর নিয়ন্ত্রণ খাটাতে পারি না। আমরা যখন আমাদের দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন বিষয়ের ঈশতাত্ত্বিক পর্যালোচনা করি, তখন যেন আমরা প্রথমে আত্মসমীক্ষাকে বেছে নিই। প্রার্থনা ও ঈশ্বরের বাক্যের মাধ্যমে আমাদের জীবনের বিভিন্ন ঘটনার সঠিক উপলব্ধি করি। আর তা যদি আমরা করি, তাহলে আমরা সমস্যার সমাধানে সহজ-সরল পদ্ধতির আশ্রয় নেবার পরিবর্তে তাঁর কাছে ফিরে আসব। আমরা যদি নিজেরা তাঁর থেকে দূরবর্তী থাকি, তাঁর বাক্য থেকে দূরবর্তী থাকি, আর সমস্যার সমাধান খুঁজি, তাহলে আমরা জগতকে অনুসরণ করতে বাধ্য হব, আমাদের মধ্যে বিভিন্ন কুসংস্কারকে জন্ম দেব।

ইস্রায়েল সেদিন তাদের চারপাশের পরজাতিদের অনুকরণে কেবল কুসংস্কারে বিশ্বাস করা নয়, ৮ অধ্যায়ে আমরা দেখতে চলেছি, তারা তাদের অনুকরণে শমূয়েলের কাছে রাজা চাইবে: ***"এখন অন্য সকল জাতির ন্যায় আমাদের বিচার করতে আপনি আমাদের উপরে এক জন রাজা নিযুক্ত করুন''*** (৮:৫)। এর থেকে আমরা উপলব্ধি করি যে, ঈশ্বরের কাছ থেকে যখন আমরা দূরে সরে যাই, তখন অবিশ্বাসীদের কাজকেই আমরা ভালো বোধ করি আর তাদের অনুকরণ করে থাকি। ঈশ্বরের প্রতি অবাধ্যতা ও ঈশ্বর থেকে দূরবর্তীতা প্রথমে আমাদের ছোট খাটো বিষয়ে অবিশ্বাসীদের অনুকরণ করতে প্রলুব্ধ করে। আর সেই প্রলোভনে আমরা যদি পতিত হই, তাহলে তা আমাদের ঈশ্বরের কাছ থেকে অনেক দূরে নিয়ে যায়।

আসুন, জাগতিক জ্ঞান-বুদ্ধির দ্বারা আমাদের আধ্যাত্মিক পরিস্থিতির বিচার ত্যাগ করি। পরিবর্তে, তাঁর বাক্য ও আত্মার মাধ্যমে প্রার্থনা ও অনুতাপের দ্বারা তাঁর কাছে ফিরে আসি, তাঁর বাক্য পালন করি, তাঁর সেবা করি। আমরা যতই তাঁর কাছে আসব, তিনিও তাঁর প্রতিজ্ঞানুসারে আমাদের কাছে আসবেন, ***"ঈশ্বরের নিকটবর্তী হও, তাতে তিনিও তোমাদের নিকটবর্তী হবেন''*** (যাকোব ৪:৮)। তাঁর সান্নিধ্য ও তাঁর বাক্যের প্রাচুর্য আমাদের জীবনে বিভিন্ন অবিশ্বাসের কাজ বা আচরণকে চিনে নিতে সাহায্য করবে; এবং তিনি তাঁর আত্মার ক্ষমতায় সেই সমস্ত বিষয়ের উপর জয় দেবেন। আসুন কুসংস্কার ত্যাগ করি, পরিবর্তে তাঁর সত্য দ্বারা মুক্ত হই। তিনি নিজে বলেছেন, ***"তোমরা সেই সত্য জানবে, এবং সেই সত্য তোমাদের স্বাধীন করবে''*** (যোহন ৮:৩২)।



অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com